প্রকৌশলী শাহিনের দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে দুদক

সড়কের কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়ার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে পাঠায় দুদক। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ফোর লেন প্রাক্কলন, আমঝুপি-মদনাডাঙ্গা ডাঙ্গা-শ্যামপুর সড়ক সংস্কার, গাংনী -মালশাদহ সড়ক সংস্কার, গাংনী-কাথুলী সড়ক সংস্কার কাজের বরাদ্দ ও ব্যয় তথ্য উপাত্ত চেয়ে ৭ তারিখের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়। এদিকে, মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে দুদকের চাহিদামত কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-মদনাডাঙ্গা-শ্যামপুর সড়কে অনিয়ম করে সংস্কার কাজ শেষ হয় ২০২৩ সালের জুন মাসে। একই সড়কের অনিয়ম ঢাকতে দু তিনমাসের মাথায ওই সড়কে ফের সংস্কার কাজের দরপত্র আহবান করেছে। বিধান রয়েছে সড়ক সংস্কারের একবছর পর পুনঃসংস্কার কাজ করা যাবে। অথচ আইন উপেক্ষা করে তিনমাসের মাথ্যায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। যা নিয়ে কানাঘুষা চলছে সংস্কার কাজের বিলের টাকা পুরোটা গিলে খাবে সওজের কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার।

গত জুনে শেষ হয় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মদনাডাঙ্গা সড়কে প্রায় ১১ হাজার মিটার রাস্তার সংস্কারের কাজ। ওই সড়ক নির্মান শেষ হবার দুই মাসের মাথায় গত ৬ আগস্ট ২০২৩ প্রাক্কলন দাখিল করে উপসহকারী প্রকৌশলী মো. শাহীন মিয়া ও উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান। প্রাক্কলনে ‘রিপিয়ারিং পটহোলস কার্পেটিং ও অয়ারিংকোর্স’, কাজের দরপত্র আহবান করে ২৮ আগস্ট ২০২৩। ৬ কোটি ৮১ লাখ টাকার এই কাজ দেয়া হয় জহুরুল লিমিটেড ও মো. আমিনুল হক লিমিটেডকে। একই দরপত্রে জেলা শহরের ওয়াবদা মোড় থেকে কালিবাড়ি পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তায় গত জুনে ২শ রোডস্ট্যাড, সাইন সিগনাল ও ক্যান্টিলিভার সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়। ওই একই রাস্তায় তিনমাসের মাথায় ফের ৬শ পিস রোডস্ট্যাড, ১০টি সাইন